ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি ক্রয়ে সুশাসনঃ
বাংলাদেশে ই-জিপি’র কার্যকরতা পর্যবেক্ষণ

নাহিদ শারমীন, মো. শহিদুল ইসলাম, শাহজাদা এম আকরাম

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- সরকারি ক্রয় দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ - জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি বড় অংশই সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে সাধিত
- ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (সংক্ষেপে ই-জিপি) - বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথভাবে বাস্তবায়িত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট টু (২০০৮-২০১৬) এর অন্যতম উপাদান হিসেবে প্রবর্তিত
- সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে সিপিটিইউ’র ই-জিপি পোর্টাল শুরু ২০১১ সালের ২ জুন - এটি ২০২১ সালের মধ্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা ডিজিটাল করার সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ
- প্রাথমিকভাবে চারটি সংস্থা - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ (সওজ), পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) ই-জিপি বাস্তবায়ন শুরু
- সব প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি ব্যবস্থাপনা করছে সিপিটিইউ
  - ই-জিপি’তে ৪৭টি মন্ত্রণালয়, ২৭টি বিভাগ, ১,৩৬২টি সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, এবং ৬১,৪১৭টি দরপত্রদাতা নিবন্ধিত (এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত)
  - সিপিটিইউ-এর দ্বারা ই-জিপি’র ওপর প্রায় ১৬,০০০ বিভিন্ন অংশীজনকে (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ঠিকাদার) প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ...

- বিশ্বব্যাপী সরকারি খাতে সরকারি ক্রয় দুর্নীতির প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত; বিশ্বব্যাপী বছরে কমপক্ষে ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি; এর ফলে প্রাক্কলিত অর্থনৈতিক ক্ষতি বার্ষিক জিডিপি'র ১.৫ শতাংশেরও বেশি
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় বাংলাদেশেও সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত
- বিভিন্ন সরকারি খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) গবেষণায় ক্রয়-সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্নীতির বিভিন্ন ধরন ও মাত্রা উদঘাটিত - এসব গবেষণায় ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির ফলে বাজেটের একটি বড় অংশের ক্ষতি (৮.৫% থেকে ২৭%) পরিলক্ষিত
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি ২০৩০) সরকারি ক্রয় - "জাতীয় নীতি ও অগ্রাধিকার অনুসারে টেকসইযোগ্য সরকারি ক্রয়কে উৎসাহিত করতে হবে" (লক্ষ্য ১২.৭)
- জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য স্বচ্ছতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নৈর্ব্যক্তিক শর্তবিশিষ্ট সরকারি ক্রয়কাঠামো প্রবর্তন করবে (অনুচ্ছেদ ৯) - জাতিসংঘ ও কনভেনশনের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে উপরোক্ত শর্ত পূরণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ...

- পূর্বের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ই-জিপি'র প্রয়োগ নিয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপনের যৌক্তিকতা রয়েছে -
  1. বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কোন মাত্রায় ই-জিপি'র চর্চা করছে? কোন কোন প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে ভাল চর্চা করছে?
  2. সরকারি ক্রয়ের ধরন ও প্রকৃতি বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? নাকি এটি প্রাতিষ্ঠানিক ও সর্বজনীন?
  3. সব সরকারি প্রতিষ্ঠান কি সব ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি ব্যবহার করে? কত শতাংশ ক্ষেত্রে ই-জিপি ব্যবহার করে? ই-জিপি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী?
  4. সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি প্রবর্তন করার ফলে সুশাসনের ক্ষেত্রে কোনো গুণগত পার্থক্য বা উন্নতি হয়েছে কি? এর ফলে দুর্নীতি বা অনিয়ম কমেছে, নাকি কোনো পরিবর্তন হয় নি?
  5. সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত পণ্য, সম্পাদিত কাজ বা গৃহীত সেবার মানের কোনো উন্নতি হয়েছে কি?
- বাংলাদেশে ই-জিপি'র প্রয়োগ নিয়ে সম্পন্ন বেশিরভাগ গবেষণায় ই-জিপি ব্যবহারের ইতিবাচক প্রভাব, ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রবণতা ও জনগণের তদারকির প্রভাব আলোচিত
- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি প্রবর্তনের পর থেকে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে গত নয় বছরে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তার ওপর বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের সরকারি ক্রয় খাতে সুশাসনের আঙ্গিকে ই-জিপি'র প্রয়োগ ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করা

বিশেষ উদ্দেশ্য

১. বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্রয় আইন ও বিধি অনুযায়ী ই-জিপি কতটুকু অনুসরণ করা হয় তা চিহ্নিত করা
২. ই-জিপি যথাযথভাবে অনুসরণ করা না হলে তার কারণ অনুসন্ধান করা
৩. বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি'র কার্যকরতা পর্যালোচনা করা
৪. ই-জিপি'র প্রয়োগে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা

গবেষণা পদ্ধতি

- গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার
- ই-জিপি বাস্তবায়নকারী প্রথম চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠান বাছাই - ২০১৯-২০ অর্থবছরে চারটি প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ এডিপি'র প্রায় ২০ শতাংশ

১. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
২. সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ)
৩. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)
৪. পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি (ট্রাফিক সিগন্যাল পদ্ধতি) ব্যবহার
- পাঁচটি ক্ষেত্রের অধীনে ২০টি নির্দেশকের ভিত্তিতে ওপরের প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি ক্রয় আইন কতটুকু পালন করা হয় তা পর্যালোচনা
- তিনটি রংয়ের মাধ্যমে প্রত্যেক নির্দেশককে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন স্কোর দিয়ে উপস্থাপন; পূর্ব-নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে প্রত্যেক নির্দেশকের স্কোর প্রদান ও বিশ্লেষণ

উচ্চ স্কোর	২	সবুজ
মধ্যম স্কোর	১	হলুদ
নিম্ন স্কোর	০	লাল

গবেষণা পদ্ধতি ...

একনজরে ক্ষেত্র ও নির্দেশক

ক্ষেত্র	নির্দেশক	
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	১. আর্থিক সক্ষমতা ২. ভৌত সক্ষমতা ৩. কারিগরি সক্ষমতা ৪. মানবসম্পদ	৫. ই-জিপি'র ব্যবহার ৬. বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ৭. ক্রয় সীমা
ই-জিপি প্রক্রিয়া	৮. ই-জিপি'তে নিবন্ধন ৯. টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া ১০. প্রাক-টেন্ডার মিটিং	১১. ই-বিজ্ঞাপন ১২. দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ১৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ই-জিপি ব্যবস্থাপনা	১৪. ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	১৫. কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	১৬. অভিযোগ নিষ্পত্তি ১৭. নিরীক্ষা	১৮. কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ
কার্যকরতা	১৯. অনিয়ম ও দুর্নীতি	২০. কাজের মান

গবেষণা পদ্ধতি ...

স্কোরিং পদ্ধতি

- একটি প্রতিষ্ঠানের একটি ক্ষেত্রের মোট স্কোর পাওয়ার জন্য ঐ ক্ষেত্রের সবগুলো নির্দেশকের স্কোর প্রথমে যোগ করা হয়েছে। এরপর ঐ ক্ষেত্রে যতগুলো নির্দেশক রয়েছে তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে এর শতকরা হার বের করা হয়েছে
  - উদাহরণ - একটি প্রতিষ্ঠানের প্রথম ক্ষেত্রের (প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা) নির্দেশকগুলোর মোট স্কোর ৮ (দুইটি নির্দেশক ২ করে, চারটি নির্দেশক ১ করে এবং একটি নির্দেশক ০ পেয়েছে)
  - এই ক্ষেত্রের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোর ১৪ (৭টি নির্দেশক X প্রত্যেক নির্দেশকের সর্বোচ্চ স্কোর ২ ধরে)
  - কাজেই প্রথম ক্ষেত্রের চূড়ান্ত স্কোর ৮/১৪ X ১০০ = ৬০%
- কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক স্কোর পাওয়ার জন্য সবগুলো নির্দেশকের মোট সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত মোট স্কোরের শতাংশ হিসাব করা হয়েছে
  - উদাহরণ - কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট স্কোর ১৭ হলে সার্বিক স্কোর ১৭/৪০ X ১০০ = ৪২%
- স্কোর অনুযায়ী গ্রেডিং
  - ভালো = ৮১% বা তার বেশি; সন্তোষজনক = ৬১%-৮০%; ঘাটতিপূর্ণ = ৪১%-৬০%; উদ্বেগজনক = ৪০% এর নিচে

গবেষণা পদ্ধতি ...

- তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি
  - গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বনিম্ন যে পর্যন্ত ক্রয় করার অনুমোদন রয়েছে সেই পর্যায় পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ - সুবিধাজনক নমুনায়নের মাধ্যমে সারা দেশে চারটি প্রশাসনিক বিভাগের একটি করে জেলা এবং সে জেলার একটি উপজেলা পর্যায়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবস্থিত কার্যালয় ও ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয় - এভাবে চারটি প্রতিষ্ঠানের মোট ৫২টি কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ
  - **গবেষণা পর্যালোচনা** - পরোক্ষ উৎস হিসেবে গবেষণা-সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ, প্রাতিষ্ঠানিক বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা
  - **সাক্ষাৎকার ও দলগত আলোচনা** - তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ক্রয় বিশেষজ্ঞ, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঠিকাদার, এবং সংবাদ-মাধ্যম কর্মীদের সাথে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও নিবিড় সাক্ষাৎকার (মোট ১৭৭ জনের); প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর দলগত আলোচনা
- তথ্য সংগ্রহের সময়
  - ২০১৯ এর জুলাই থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ

গবেষণার ফলাফল

ই-জিপি'র প্রেক্ষাপট ও কাঠামো

- ‘ক্রয়’ - কোনো চুক্তির অধীন পণ্য সংগ্রহ বা ভাড়া করা বা সংগ্রহ ও ভাড়ার মাধ্যমে পণ্য আহরণ এবং কার্য বা সেবা সম্পাদন করা [পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬, ধারা ২(৭)]
  - ‘সরকারি ক্রয়’ - উক্ত আইনের অধীন সরকারি তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক ক্রয় [পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬, ধারা ২ (৩২)]
- সরকারি ক্রয়ে সংস্কারের অংশ হিসেবে ২০০২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগের (আইএমইডি) অধীন ‘সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট’ (সিপিটিইউ) গঠন
- ২০০৬ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন’ প্রণীত, এবং ২০০৮ সালে ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি’ (পিপিআর) জারি; ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে আইন ও বিধিমালা কার্যকর
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ (ধারা ৬৫) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ (বিধি-১২৮) অনুসারে ‘বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) গাইডলাইন ২০১১’ প্রণীত
- একটি জাতীয় পোর্টাল হিসেবে ই-জিপি সিস্টেম তৈরি - যেখান থেকে এবং যার মাধ্যমে সব ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান নিরাপদ ওয়েব ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করে যাবতীয় ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারবে

ই-জিপি প্রক্রিয়া

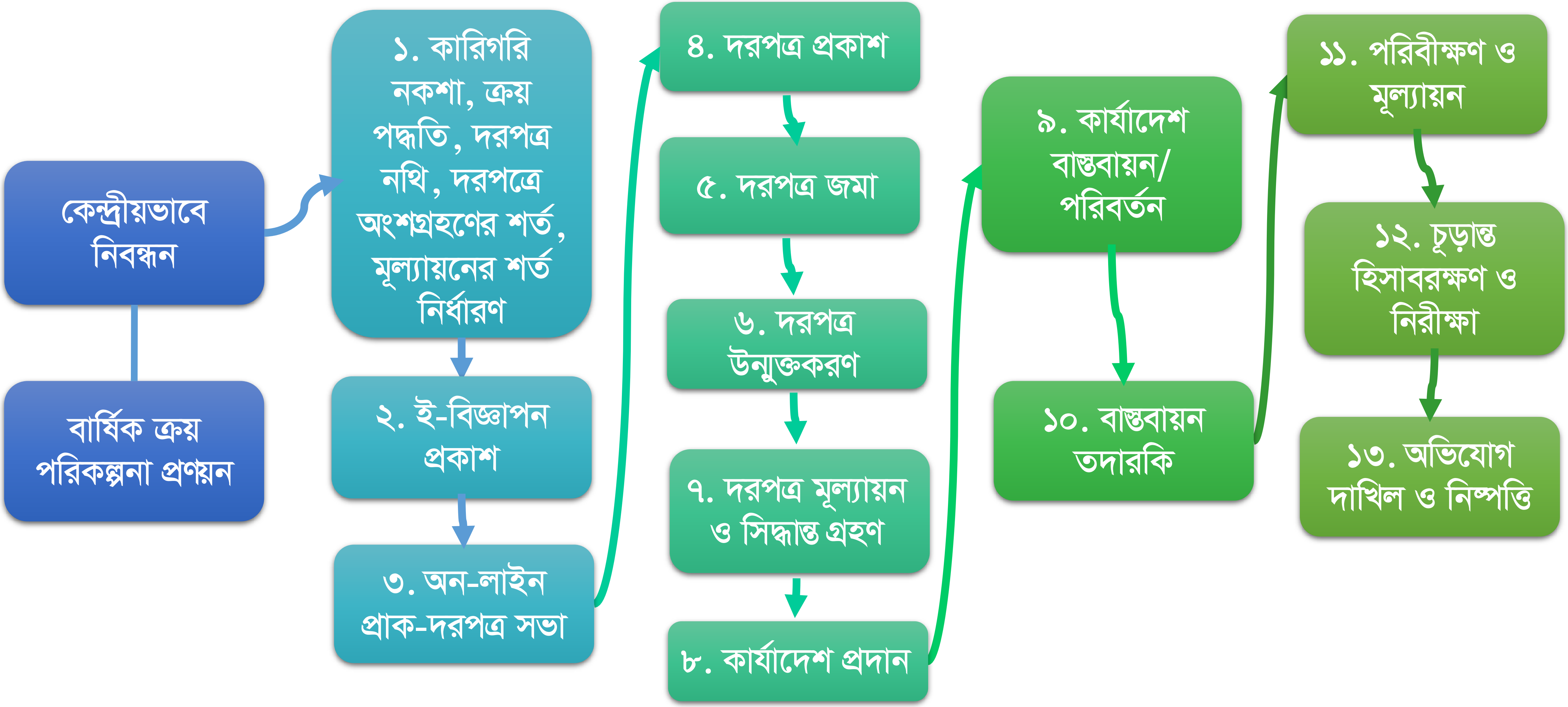

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন

কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধন

১. কারিগরি নকশা, ক্রয় পদ্ধতি, দরপত্র নথি, দরপত্রে অংশগ্রহণের শর্ত, মূল্যায়নের শর্ত নির্ধারণ

২. ই-বিজ্ঞাপন প্রকাশ

৩. অন-লাইন প্রাক-দরপত্র সভা

৪. দরপত্র প্রকাশ

৫. দরপত্র জমা

৬. দরপত্র উন্মুক্তকরণ

৭. দরপত্র মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৮. কার্যাদেশ প্রদান

৯. কার্যাদেশ বাস্তবায়ন/ পরিবর্তন

১০. বাস্তবায়ন তদারকি

১১. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

১২. চূড়ান্ত হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা

১৩. অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তি

একনজরে সব নির্দেশকে প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান

ক্ষেত্র	এলজিইডি	সওজ	পাউবো	আরইবি
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	🟩 আর্থিক সক্ষমতা	🟩 আর্থিক সক্ষমতা	🟩 আর্থিক সক্ষমতা	🟩 আর্থিক সক্ষমতা
	🟨 ভৌত সক্ষমতা	🟩 ভৌত সক্ষমতা	🟩 ভৌত সক্ষমতা	🟩 ভৌত সক্ষমতা
	🟨 কারিগরি সক্ষমতা	🟩 কারিগরি সক্ষমতা	🟨 কারিগরি সক্ষমতা	🟩 কারিগরি সক্ষমতা
	🟨 মানবসম্পদ	🟩 মানবসম্পদ	🟨 মানবসম্পদ	🟨 মানবসম্পদ
	🟨 ই-জিপি'র ব্যবহার	🟨 ই-জিপি'র ব্যবহার	🟨 ই-জিপি'র ব্যবহার	🟨 ই-জিপি'র ব্যবহার
	🟥 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	🟥 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	🟥 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	🟥 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
	🟩 ক্রয় সীমা	🟩 ক্রয় সীমা	🟩 ক্রয় সীমা	🟩 ক্রয় সীমা
ই-জিপি প্রক্রিয়া	🟩 ই-জিপি'তে নিবন্ধন	🟩 ই-জিপি'তে নিবন্ধন	🟩 ই-জিপি'তে নিবন্ধন	🟩 ই-জিপি'তে নিবন্ধন
	🟨 টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া	🟨 টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া	🟨 টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া	🟨 টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া
	🟥 প্রাক টেন্ডার মিটিং	🟥 প্রাক টেন্ডার মিটিং	🟥 প্রাক টেন্ডার মিটিং	🟥 প্রাক টেন্ডার মিটিং
	🟩 ই-বিজ্ঞাপন	🟩 ই-বিজ্ঞাপন	🟩 ই-বিজ্ঞাপন	🟩 ই-বিজ্ঞাপন

একনজরে সব নির্দেশকে প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ...

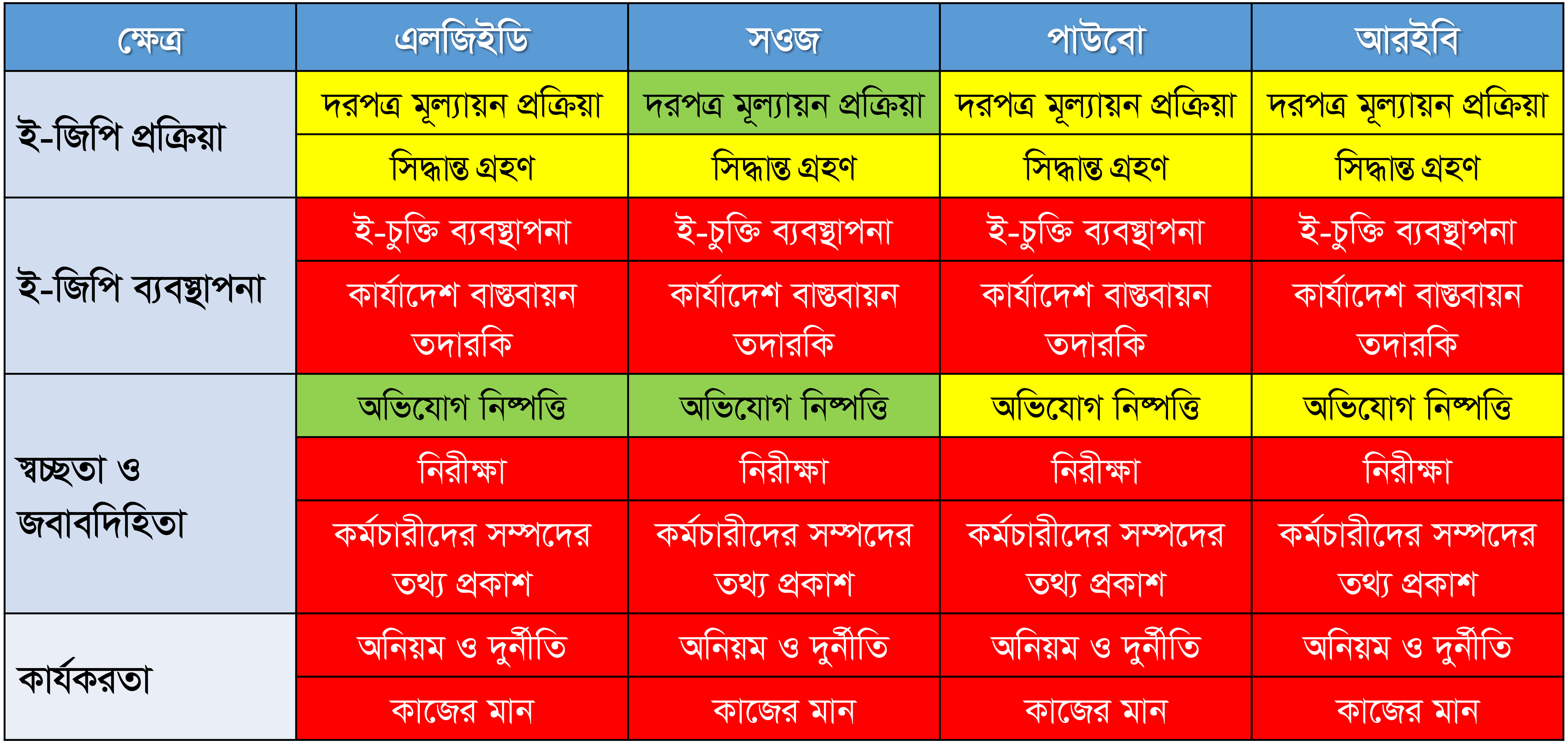

ক্ষেত্র	এলজিইডি	সওজ	পাউবো	আরইবি
ই-জিপি প্রক্রিয়া	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া
	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ই-জিপি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা
	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	অভিযোগ নিষ্পত্তি	অভিযোগ নিষ্পত্তি	অভিযোগ নিষ্পত্তি	অভিযোগ নিষ্পত্তি
	নিরীক্ষা	নিরীক্ষা	নিরীক্ষা	নিরীক্ষা
	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ
কার্যকরতা	অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতি
	কাজের মান	কাজের মান	কাজের মান	কাজের মান

সার্বিক স্কোর

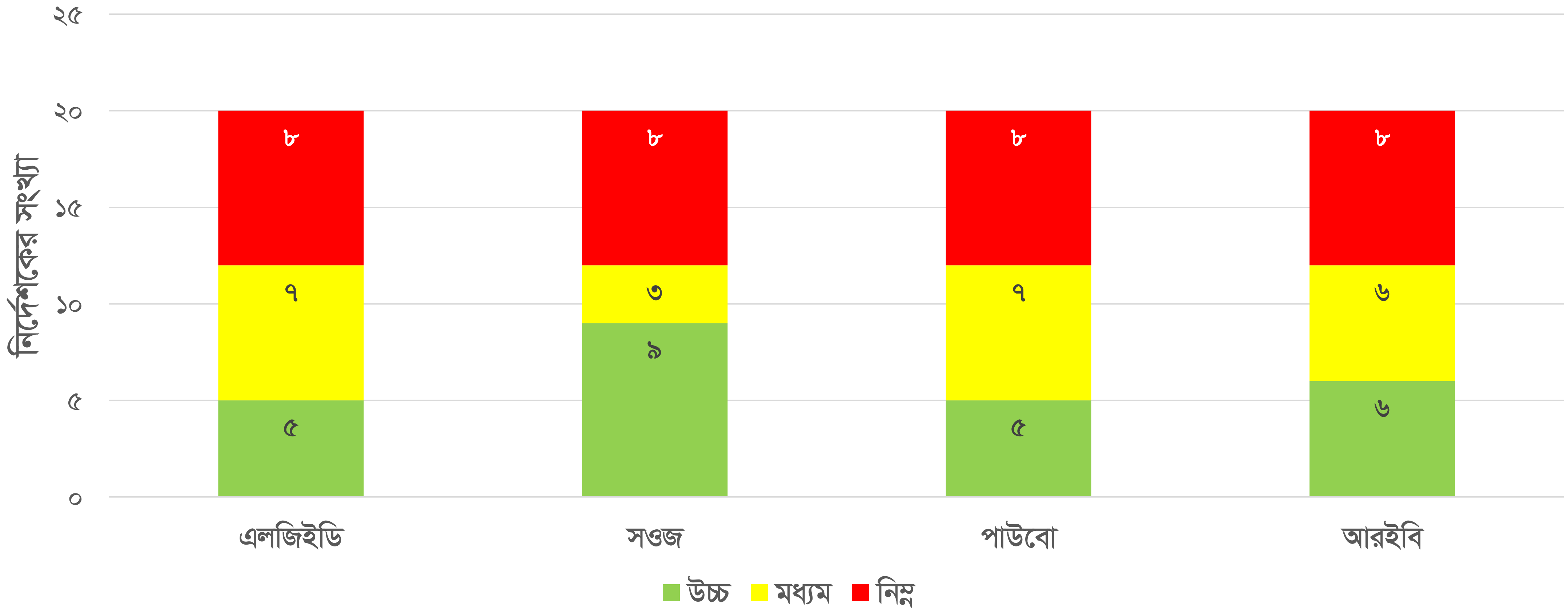

- সবচেয়ে বেশি নয়টি নির্দেশকে উচ্চ স্কোর পেয়েছে সওজ; এরপরেই রয়েছে আরইবি (ছয়টি নির্দেশকে উচ্চ স্কোর)
- মধ্যম স্কোর সবচেয়ে বেশি নির্দেশকে পেয়েছে এলজিইডি ও পাউবো (সাতটি নির্দেশকে)
- সবগুলো প্রতিষ্ঠানই নিম্ন স্কোর পেয়েছে আটটি করে নির্দেশকে

সার্বিক স্কোর

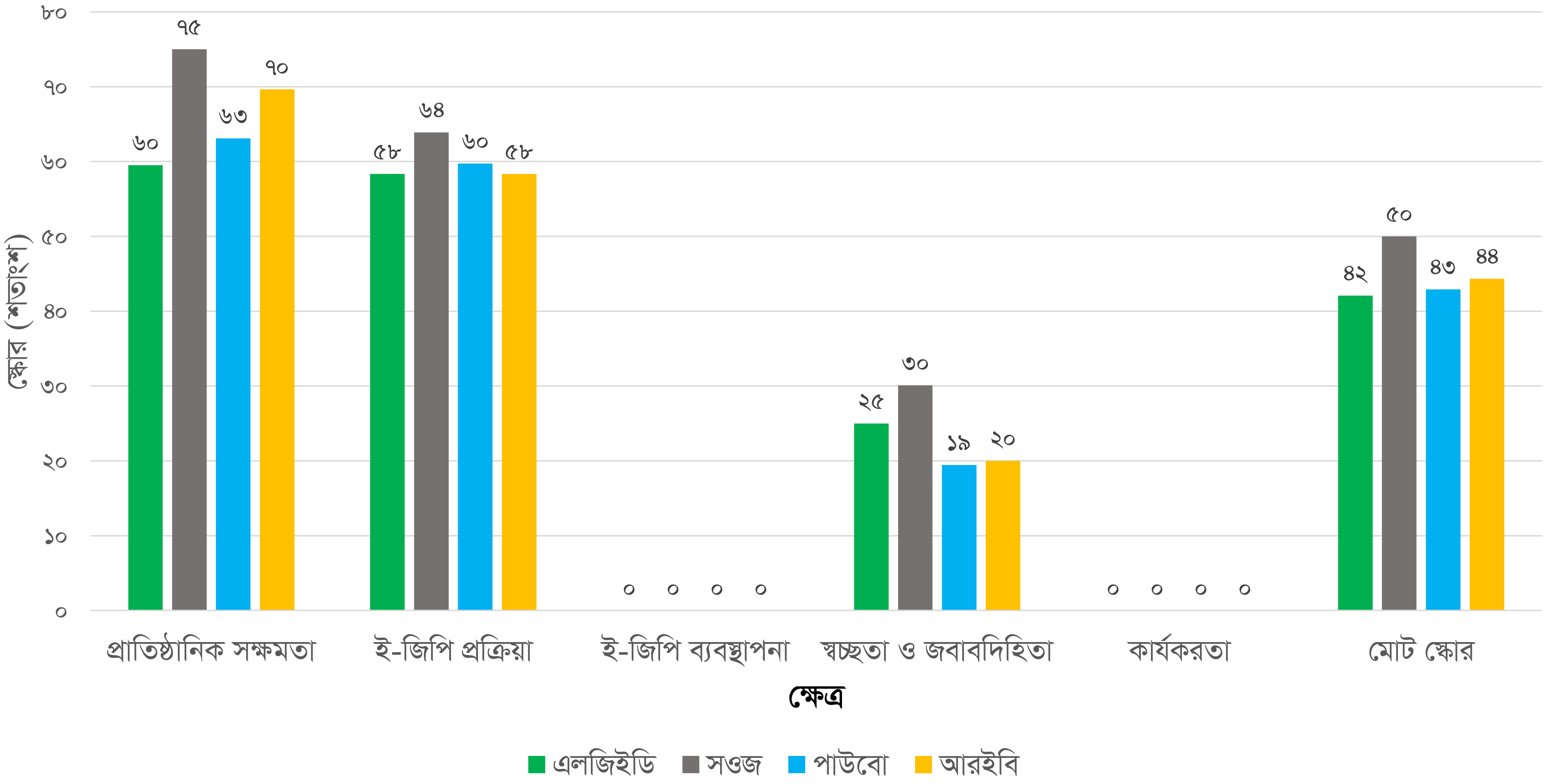
স্কোর (শতাংশ)
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
৬০
৭৫
৬৩
৭০
৫৮
৬৪
৬০
৫৮
০
০
০
০
২৫
৩০
১৯
২০
০
০
০
০
৪২
৫০
৪৩
৪৪
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা
ই-জিপি প্রক্রিয়া
ই-জিপি ব্যবস্থাপনা
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
কার্যকরতা
মোট স্কোর
ক্ষেত্র
এলজিইডি
সওজ
পাউবো
আরইবি

গ্রেডিং

ক্ষেত্র	এলজিইডি	সওজ	পাউবো	আরইবি
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	ঘাটতিপূর্ণ	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক
ই-জিপি প্রক্রিয়া	ঘাটতিপূর্ণ	সন্তোষজনক	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ
ই-জিপি ব্যবস্থাপনা	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক
কার্যকরতা	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক
সার্বিক স্কোর	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ

ভালো = ৮১% বা তার বেশি; সন্তোষজনক = ৬১%-৮০%; ঘাটতিপূর্ণ = ৪১%-৬০%; উদ্বেগজনক = ৪০% এর নিচে

সার্বিক স্কোর ...

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) (৫০%); এর পরে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) (৪৪%), পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) (৪৩%) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) (৪২%)
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে সবগুলো প্রতিষ্ঠানের অবস্থান মোটামুটি সন্তোষজনক ও প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে (৬০%-৭৫%); তবে সওজ ও আরইবি'র সক্ষমতা তুলনামূলকভাবে ভালো
- ই-জিপি প্রক্রিয়া মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রায় সব প্রতিষ্ঠান কাছাকাছি অবস্থানে (৫৮-৬৪%)
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবস্থান উদ্বেগজনক এবং এখনো অনেক উন্নতির সুযোগ রয়েছে - যেমন, ই-জিপি ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকরতায় কোনো প্রতিষ্ঠানই কোনো স্কোর পায় নি; আবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় স্কোর অনেক কম (১৯-৩০%)
- গ্রেডিং অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সার্বিকভাবে ঘাটতিপূর্ণ; তবে ই-জিপি ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং কার্যকরতায় অবস্থান উদ্বেগজনক
- যেসব নির্দেশকে অবস্থান উদ্বেগজনক - বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, প্রাক-দরপত্র সভা, ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা, কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি, নিরীক্ষা, কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ, অনিয়ম ও দুর্নীতি, কাজের মান

ক্ষেত্র ১: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

১. আর্থিক সক্ষমতা

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি পরিচালনার জন্য আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে

২. ভৌত সক্ষমতা

- ভৌত সক্ষমতার দিক থেকে এলজিইডি (উপজেলা পর্যায়) ও পাউবো কিছুটা দুর্বল - প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের ঘাটতি; কিছু কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে ই-জিপি পরিচালনায় সমস্যা

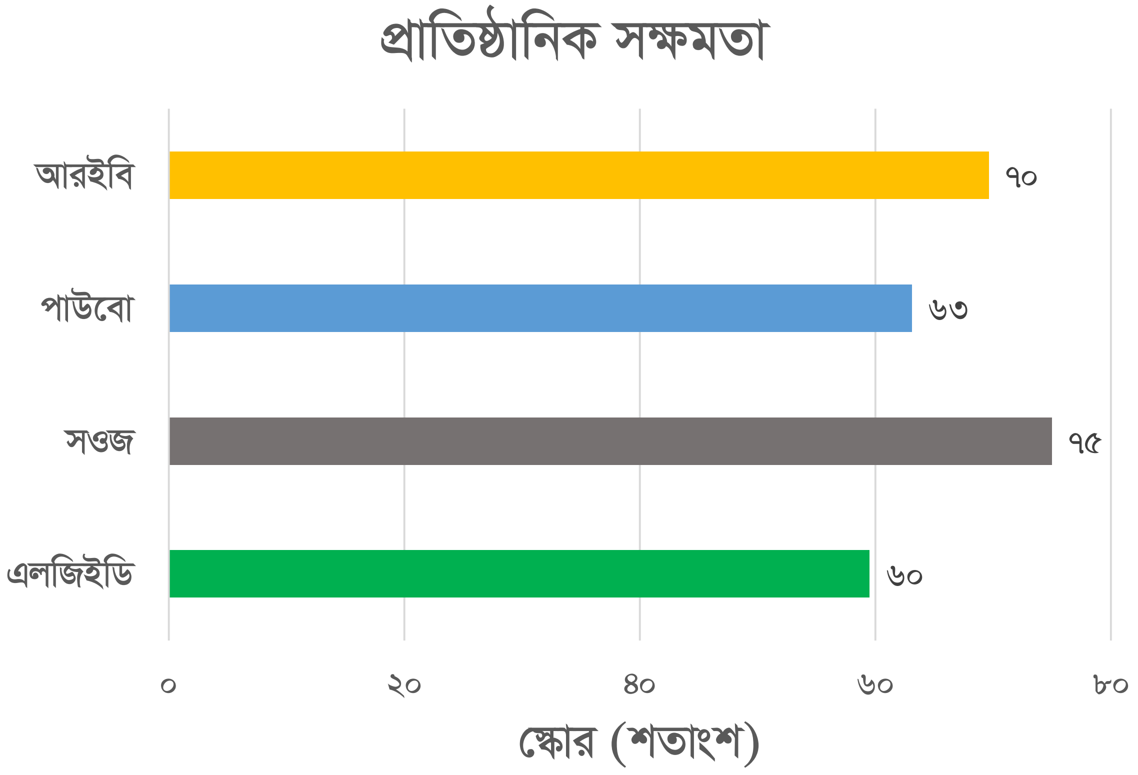

৩. কারিগরি সক্ষমতা

- পাউবো, আরইবি ও এলজিইডি'তে (উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে) প্রয়োজনের তুলনায় কম কম্পিউটার, সার্ভার স্লো থাকা, ইন্টারনেটের গতি কম থাকা, ব্রডব্যান্ড সংযোগ না থাকার সমস্যা বিদ্যমান
- ওয়াইফাই বা ইন্টারনেট সংযোগ মাঝে মাঝে অকার্যকর - সংশ্লিষ্ট কার্যালয় আলাদা মডেমের মাধ্যমে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করে

ক্ষেত্র ১: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ...

৪. মানবসম্পদ

- কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি - এলজিইডি (উপজেলা) ও পাউবো'তে অনুমোদিত পদের বিপরীতে জনবলের ঘাটতি
- ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কম্পিউটারের মাধ্যমে ই-জিপি পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জ্ঞান বা সদিচ্ছার ঘাটতি (আরইবি); সেক্ষেত্রে কম্পিউটার অপারেটররা তাদের হয়ে ই-জিপি কার্যক্রম পরিচালনা করে
- এলজিইডি'র কোনো কোনো উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং আরইবি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কার্যালয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে

> "ই-জিপি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী-কর্মকর্তা - আমি বলবো নাই। একজন নির্বাহী প্রকৌশলীকে অনেক কাজ করতে হয়। বছরে তাকে মিটিং করতে হয় ৫০০ এর উপরে। এরপরও কি একজন প্রকিউরিং এনটিটির পক্ষে এত কিছু ম্যানেজ করা সম্ভব?"
>
> *- একটি প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী*

> "ই-জিপি সম্পর্কে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে শিখেছি। আবার অনেকটা দেখতে দেখতে শিখেছি। কিন্তু ইজিপি সম্পর্কে সিপিটিইউ থেকে কোনো ট্রেনিং পাইনি।"
>
> *- একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রকৌশলী*

ক্ষেত্র ১: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ...

৫. ই-জিপি'র ব্যবহার

- ই-জিপি গাইডলাইন পুরোপুরি অনুসরণ করা হয় না
- কোনো প্রতিষ্ঠানেই সব ক্রয়ে ই-জিপি ব্যবহার করা হয় না - ২% থেকে প্রায় ৮৮% পর্যন্ত ক্রয় ই-জিপি'তে হয় না
  - জরুরি ভিত্তিতে ক্রয়, আন্তর্জাতিক ক্রয়, কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে
  - আরইবি - সমিতি পর্যায়ের ক্রয়ে
  - এলজিইডি - আন্তর্জাতিক টেন্ডার ও ক্ষেত্র বিশেষে শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত ক্রয় প্রক্রিয়ায়; উপজেলা পরিষদের ক্রয়ে অনেক জায়গায় ই-জিপি পুরোপুরি চালু হয় নি
- সামরিক বাহিনীর দ্বারা সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে ই-জিপি অনুসরণ করা হয় না

৬. বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)

- কোনো প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা দেওয়া হয় না

৭. ক্রয় সীমা

- কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কত টাকার ক্রয়ের কার্যাদেশ দিতে পারবেন তা 'ডেলিগেশন অব ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার' অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত; তবে প্রতিষ্ঠানভেদে এর কিছুটা তারতম্য রয়েছে

ক্ষেত্র ২: ই-জিপি প্রক্রিয়া

৮. ই-জিপি'তে নিবন্ধন

- সব ই-জিপি ব্যবহারকারীদের (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার, উন্নয়ন অংশীদার, অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদার, মূল্যায়ন কমিটি) ই-জিপি ব্যবস্থায় নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক
- ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত; ঠিকাদারদের নিয়মমাফিক ফি দিয়ে নিবন্ধন ও নবায়ন করতে হয়
- অধিকাংশ ঠিকাদার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ই-জিপিতে নিবন্ধিত - কম্পিউটার অপারেটরদের মাধ্যমে ৬,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা দিয়ে নিবন্ধন; তবে কোনো কোনো ঠিকাদার নিজেই নিবন্ধন করেন

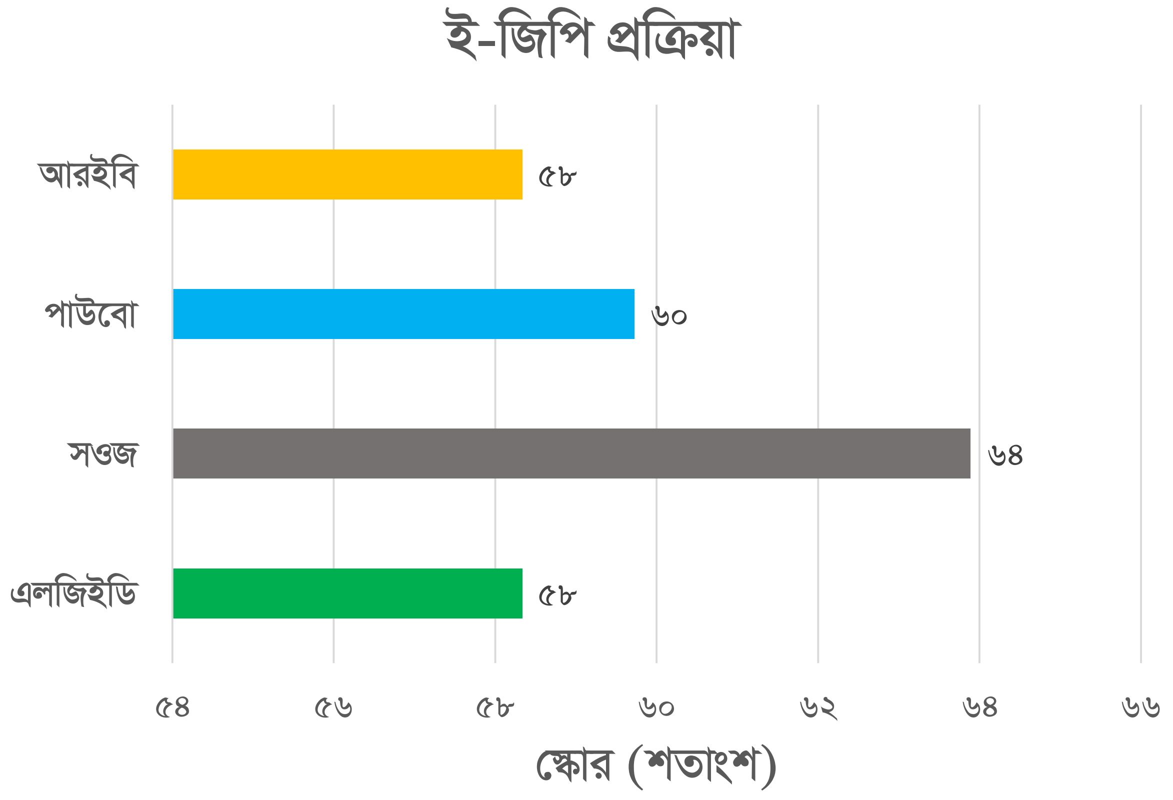

ক্ষেত্র ২: ই-জিপি প্রক্রিয়া ...

৯. টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানে দুই সদস্যের টেন্ডার ওপেনিং কমিটি (টিওসি) গঠন
- কেনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসের কম্পিউটার অপারেটররা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পক্ষে লগ-ইন করে দরপত্র খোলে
- দরপত্র খোলার আগে ঠিকাদারদের পরিচয় গোপন থাকার নিয়ম থাকলেও কোনো প্রতিষ্ঠানেই এটি গোপন থাকে না - কোনো কোনো কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটররাই টাকার বিনিময়ে ঠিকাদারদের হয়ে দরপত্র দাখিল করে

১০. প্রাক-টেন্ডার মিটিং

- গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিটি ক্রয়ের জন্য প্রাক-টেন্ডার মিটিং করার নিয়ম থাকলেও কোনো প্রতিষ্ঠানই এই মিটিং করে না

> “এখন প্রি-টেন্ডার মিটিং ওভাবে হয় না। তবে আমরা নোটিশ দিয়ে রাখি। এটা তো হলো টেন্ডার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার একটা প্ল্যাটফরম, কিন্তু এটা ফরমালি হয় না। তবে কাজ নেয়ার আগে কেউ যদি কিছু জানতে চায় তাহলে আমরা কাজ বুঝায়া দেই, সাইট দেখায়া দেই। মিটিং অপশন এবং ডেট রাখা হয় ফরমালি।”
>
> *- একটি প্রতিষ্ঠানের উপজেলা প্রকৌশলী*

ক্ষেত্র ২: ই-জিপি প্রক্রিয়া ...

১১. ই-বিজ্ঞাপন

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সব প্রতিষ্ঠানেই দৈনিক পত্রিকা ও ই-জিপি পোর্টালে ক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ
- তবে কিছু কিছু উপজেলার দরপত্র এখনো ই-জিপিতে না হওয়ায় সেগুলোর বিজ্ঞাপন ই-জিপি পোর্টালে দেওয়া হয় না; শুধু যেসব দরপত্র অনলাইনে আহ্বান করা হয় সেগুলো ই-জিপি পোর্টালে প্রকাশ করা হয়

১২. দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই নিয়ম অনুযায়ী টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (টিইসি) গঠন ও দরপত্র মূল্যায়ন; তবে মূল্যায়নের শর্ত ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানভেদে ভিন্ন
- সওজ ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠানে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র মূল্যায়ন করা হয় না
- ঠিকাদারদের জমা দেওয়া কাগজপত্র পূর্ণাঙ্গভাবে যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান - ঠিকাদারদের কোনো ডাটাবেজ নেই, ফলে তাদের অভিজ্ঞতা যাচাই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করতে হয়

ক্ষেত্র ২: ই-জিপি প্রক্রিয়া ...

১৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণ

- নিয়ম অনুযায়ী ই-জিপি পোর্টালে ক্রয় সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত বিশেষ করে নির্বাচিত ঠিকাদারকে নোটিশ পাঠানো এবং চুক্তি সম্পর্কিত বিষয় প্রকাশ করতে হয়
- মূল্যায়ন শেষে যে ঠিকাদার সকল বিবেচনায় যোগ্য বিবেচিত হন তাকে কাজের জন্য চূড়ান্ত বাছাই করা হয় - ই-জিপি সিস্টেমে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়
- যারা বিবেচিত হন না তাদের সাধারণত কারণ জানানো হয় না; তবে কেউ জানতে চাইলে তা জানানো হয়

> "ঠিকাদারদের সিরিয়ালটা সিস্টেমে হয় কাগজপত্র অনুযায়ী। ... সঠিক ব্যক্তির সাথে টেন্ডার হয় না বলে আমরা মনে করি। কেননা অভিজ্ঞতার কাগজপত্রে সমস্যা থাকে, আবার অন্যের সার্টিফিকেট ব্যবহার করে। "
>
> *- একটি প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী*

> "বড় ঠিকাদারদের সার্টিফিকেটের সংখ্যা বেশি। ফলে তারাই কাজ পায়। তারা নিজেরা কাজ করে না। কাজ পায়, পরে ২%-৩% এর বিনিময়ে কাজ বিক্রি করে দেয়। বিধিমালা পড়ার সময় নেই, আমরা ছোট ঠিকাদার আমাদের ওসব নিয়ে ভাবার সময় নাই। আমার লোক আছে তিনি সব ব্যবস্থা করেন।"
>
> *- একজন ঠিকাদারের বক্তব্য*

ক্ষেত্র ৩: ই-জিপি ব্যবস্থাপনা

১৪. ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা

- ঠিকাদারদের ই-জিপি ব্যবস্থায় কর্ম-পরিকল্পনা দাখিল করতে হয়; নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে ই-জিপি চুক্তি ব্যবস্থাপনা টুলস ব্যবহার করতে হয় (কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য, পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, ছবি ও অন্যান্য নথি আপলোড করা)
- ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা কোনো প্রতিষ্ঠানেই এখনো বাস্তবায়ন হয় নি

১৫. কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি

- কার্যালয়গুলোকে তাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হয়
- কাজের ক্ষেত্রে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে ‘অটো অ্যালার্টে’র ব্যবস্থা থাকার কথা
- এই প্রক্রিয়াটি এখনো ই-জিপি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয় নি

> “চুক্তির সময় ঠিকাদারকে একটা কর্ম পরিকল্পনা দিতে হয়। তবে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সব সময় কাজ হয় না। এটা আসলে টেনটেটিভ।”
>
> *- একটি প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী*

> “অফিস থেকে ওয়ার্ক প্ল্যান চায়। এগুলো হচ্ছে জাস্ট শো মাত্র।”
>
> *- একজন ঠিকাদার*

ক্ষেত্র ৪: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

১৬. অভিযোগ নিষ্পত্তি

- এলজিইডি ও সওজ কার্যালয়গুলোতে কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বিদ্যমান - অভিযোগ দাখিল করা যায় এবং দাখিলকৃত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়
- অন্যদিকে পাউবো ও আরইবি'তে অভিযোগ করলে সমাধান না হওয়ার অভিযোগ

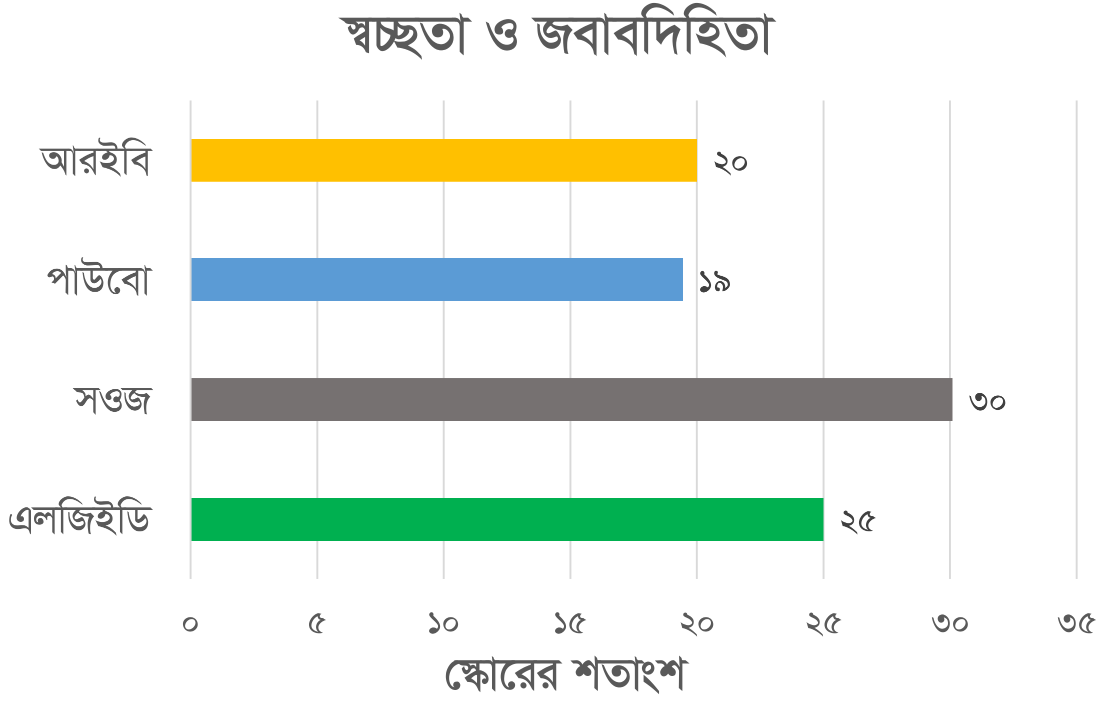

> "অনলাইনে অভিযোগ করলে সাড়া মেলে না। ল্যান্ড ফোনে অভিযোগ করলে পাওয়া যায়, তবে যিনি টেন্ডার কল করেছেন তাকে পাওয়া যায় না। অনেক সময় তিনি সাইটে থাকেন। ম্যানুয়ালি অভিযোগ করলে সমাধান হয়।"
>
> *- পাউবো'তে অভিযোগ দাখিল সম্পর্কে একজন ঠিকাদার*

ক্ষেত্র ৪: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ...

১৭. নিরীক্ষা

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই নিয়মিত নিরীক্ষা (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) হয় - এছাড়া ই-জিপি'র কার্যক্রমও নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত
- তবে ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী সিস্টেমে অডিট লগ রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা থাকলেও কোনো প্রতিষ্ঠানই এটি মেনে চলে না; ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করে নিরীক্ষা করা হয় না, বরং কাগজে-কলমে ই-জিপি কার্যক্রমের নিরীক্ষা করা হয়

১৮. কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ

- 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি ১৯৭৯' অনুযায়ী সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যেক পাঁচবছর অন্তর সম্পদের বিবরণী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দাখিল করার বাধ্যবাধকতা
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীই সম্পদের তথ্য প্রকাশ করেন না

> "না, এমন কোনো বিষয়ে আমাদের প্রকাশ করতে হয় না। আমরা প্রতিবছর আয়কর রিটার্ন দাখিল করি।"
>
> *- সম্পদের বিবরণী দাখিল সম্পর্কে একটি প্রতিষ্ঠানের উপজেলা প্রকৌশলী*

ক্ষেত্র ৫: কার্যকরতা

১৯. অনিয়ম ও দুর্নীতি

- সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে - দরপত্র বাক্স ছিনতাই, দরপত্র জমা দিতে না দেওয়া, কার্যালয় ঘেরাও করা ইত্যাদি এখন হয় না
- তবে দুর্নীতি কমার সাথে ই-জিপি'র তেমন কোনো সম্পর্ক নেই বলে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতপ্রকাশ
- ই-জিপি প্রবর্তন সত্ত্বেও বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন
    - ○ রাজনৈতিক প্রভাব/ নিয়ন্ত্রণ: কিছু কিছু এলাকায় কোন বিশেষ কাজে কারা দরপত্র জমা দেবে তা রাজনৈতিক নেতা বিশেষকরে স্থানীয় সংসদ সদস্য ঠিক করে দেয়; অনেক ক্ষেত্রে একটি বড় লাইসেন্সের অধীনে কাজ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা তার কর্মীদের মাঝে বণ্টন করে

> "বাংলাদেশে এখনো টেন্ডারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজ করে বা খাটায়, যে কারণে 'জনৈক ঠিকাদার' এতগুলো বড় কাজ পেয়েছে। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো কাজ করে তা হলো – অন্যান্য ঠিকাদারদের টেন্ডার ড্রপ করতে না দেয়া, তাকে কোনোভাবে বিরত রাখা, সেটা নেগোসিয়েশন বা প্রভাব ইত্যাদির মাধ্যমে হয়ে থাকে।"
>
> *- একটি প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী*

ক্ষেত্র ৫: কার্যকরতা ...

- সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি:
  - দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহেলা, নিজেরা কাজ না করে কম্পিউটার অপারেটরদের মাধ্যমে মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করানো, নম্বর বাড়িয়ে-কমিয়ে আনুকূল্য দেওয়া ইত্যাদির অভিযোগ
  - অফিস কর্মকর্তা কর্তৃক ঠিকাদারদের রেট শিডিউল জানিয়ে দেওয়া
  - অফিসের কম্পিউটার অপারেটরদের সাহায্যে নিয়ম-বহির্ভূত কাজ করানো
  - লিমিটেড টেন্ডার মেথড (এলটিএম)-এ কার্যাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ঘুষ আদায়
  - কাজ তদারকি, ল্যাব টেস্ট, অগ্রগতি প্রতিবেদনে ভুল তথ্য দেওয়া, কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বিল তুলতে ঘুষ আদায়

> “ওয়ার্ক অর্ডার আনার সময় টাকা দিতে হয়। না হলে আপনি কাজ পাবেন না। ... মানুষ ১/২ লাখ টাকা দিয়ে কাজ শুরু করে। ... কাজের ওয়ার্ক অর্ডার যখন করবে তখন তাকে কিছু দিতে হয় - ০.২৫, ০.৫ বা ১%। ১ কোটি টাকার কাজে ১ লাখ টাকা। ... ল্যাব টেস্টেও দিতে হয়। না দিলে মহা সমস্যা হয়ে যাবে।”
>
> *- একজন ঠিকাদার*

ক্ষেত্র ৫: কার্যকরতা ...

- ঠিকাদার পর্যায়ে দুর্নীতি
  - ঠিকাদারদের মধ্যে যোগসাজশ - ওপেন টেন্ডার মেথড (ওটিএম)-এ অনিয়ম তুলনামূলকভাবে বেশি; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আগে থেকেই সিন্ডিকেট করা থাকে
  - কিছু কিছু এলাকায় ঠিকাদার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ
  - অবৈধভাবে কাজ বিক্রি করে দেওয়া বা সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া
  - অন্যজনের সার্টিফিকেট ও লাইসেন্স ব্যবহার করে কাজ নেওয়া
  - স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে চাঁদা দেওয়া বা দিতে বাধ্য হওয়া; সংশ্লিষ্ট এলাকার বাইরের ঠিকাদারদের কাজ করতে না দেওয়া

> “পাঁচজন ঠিকাদারের একটা সিন্ডিকেট আছে। তাদের মধ্যে হয়তো একজন আবেদন করে, বাকিরা করে না। এই শর্তে যে ঐ একজন কাজ পেলে তাদেরকে কাজের ভাগ দিবে। আগে যেটা হতো, টেন্ডার বক্স নিয়ে নিতো বা টেন্ডার ড্রপ করতে দিতো না। কিন্তু এখন একটা সমঝোতার মধ্যে চলে আসছে।”
>
> *- নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি*

ক্ষেত্র ৫: কার্যকরতা ...

২০. কাজের মান

- ই-জিপি'তে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ক্রয়ের সুযোগ - তুলনামূলকভাবে ভালো ও দক্ষ ঠিকাদারদের কাজ পাওয়ার কারণে কাজের মান ভালো হওয়ার সম্ভাবনা
- তবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের অধিকাংশের মতে, ই-জিপি'র সাথে কাজের মানের সম্পর্ক নেই
- অনেক ক্ষেত্রে কাজের মান কমে গেছে বলে মতপ্রকাশ
- দুর্নীতি ও কাজ বিক্রি করার কারণে কাজ ভালো তা হয় না বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতপ্রকাশ

> "বড় যারা কাজ পাচ্ছে তারা কাজটা বিক্রি করে দিচ্ছে। এখন বড়রা কাজ করার ফলে যে কোয়ালিটিটা হতো, ছোটদের কাছে কাজ বিক্রি করার কারণে সে কোয়ালিটি এনশিউর হচ্ছে না - এটা তো বাস্তব।"
>
> *- একজন ঠিকাদার*

ই-জিপি’র ইতিবাচক প্রভাব

- সময়ক্ষেপণ কমে যাওয়া - শিডিউল ছাপানো, শিডিউল কেনা ও জমা দেওয়া, নথি সংগ্রহ ও যাচাই করা
- প্রক্রিয়া সহজতর হওয়া - তৃণমূল পর্যায়ের কার্যালয়ে ক্রয়ের সুবিধা, দেশের যেকোনো জায়গা থেকে দরপত্র জমা
- দরপত্র জমা-সংক্রান্ত সমস্যা দূর হওয়া - দরপত্র নিয়ে সব ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি, দরপত্র বাক্স ছিনতাই ও চুরি, দরপত্র জমায় বাধা দেওয়া, দরপত্র বাক্স নিয়ে আসতে বাধাসহ টেন্ডারবাজি বন্ধ; আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি
- দরপত্র মূল্যায়নে দুর্নীতি হ্রাস - দরপত্রের কাগজপত্র হারানো, চুরি হওয়া ইত্যাদি হ্রাস; কোনো নথি পরিবর্তন করা যায় না (অভিজ্ঞতার সনদ ছিঁড়ে ফেলে অযোগ্য বা কম যোগ্য দেখানো, ‘লেস’ পরিবর্তন করা ইত্যাদি)
- সবার অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি

> “আমি আগে একটি কাগজ সরাই ফেলতে পারতাম, এখন আর সুযোগ নাই।”
>
> *- একটি প্রতিষ্ঠানের উপজেলা প্রকৌশলী*
>
> “এখানে ম্যানিপুলেশনের কোনো সুযোগ নাই। কেউ যদি বাদ পড়ে ... বাদ পড়া ব্যক্তি চাইলে দুদক পর্যন্ত যেতে পারে। কাউকে বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক সতর্ক থাকতে হয়।”
>
> *- একটি প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী*

ই-জিপি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

- উপজেলা পর্যায়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভৌত ও কারিগরি সমস্যা বিদ্যমান - ইন্টারনেটের কম গতি, লজিস্টিকসের ঘাটতি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি, টেন্ডার ওপেন করার জন্য অপর্যাপ্ত সময় (মাত্র এক ঘণ্টা)
- কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত ও প্রশিক্ষিত জনবলের ঘাটতির ফলে কাজের চাপ (এলজিইডি, পাউবো)
- দক্ষতার ঘাটতির কারণে দুর্নীতির সুযোগ - সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পিই'র পাসওয়ার্ড কম্পিউটার অপারেটর ব্যবহার করার ফলে তথ্য ফাঁসের ঝুঁকি; কম্পিউটার অপারেটরদের ঠিকাদারদের হয়ে নিবন্ধন, দরপত্র জমা
- ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি বাস্তবায়নে ঘাটতি
  - সব প্রতিষ্ঠানের সব ক্রয় এখনো ই-জিপি'তে না করা (বিশেষ ও জরুরি ক্রয়, আন্তর্জাতিক ব্যাংকের সাথে চুক্তি না থাকার কারণে আন্তর্জাতিক ক্রয়)
  - প্রকল্পের কাজ পরিবর্তন হওয়ার অজুহাতে এপিপি ওয়েবসাইটে না দেওয়া
  - প্রাক-দরপত্র মিটিং না করা
  - ঠিকাদারদের নথিপত্র ম্যানুয়াল ভেরিফিকেশন করতে হওয়ার ফলে সময়ক্ষেপণ

ই-জিপি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা ...

কেন্দ্রীয় (সিপিটিইউ) পর্যায়ে সীমাবদ্ধতা

- সব ঠিকাদারের তথ্য সংবলিত কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারের অনুপস্থিতি
- কেন্দ্রীয় বা সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন কাঠামোর ঘাটতি (কেবল সওজ'তে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে দরপত্র মূল্যায়ন) - ক্রয় কার্য-প্রণালী অনুযায়ী সিস্টেমের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় তবে মূল্যায়ন করে তারপর অনলাইনে আপলোড করা হয়
- সমন্বিত সনদের অনুপস্থিতি
- ক্রয় সংক্রান্ত প্রধান অংশীজন (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার ও ব্যাংক) ই-জিপিতে নিবন্ধিত হলেও অন্যান্য অংশীজনের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সিপিটিইউ থেকে উদ্যোগের ঘাটতি
- ঠিকাদারদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- ক্রয় প্রক্রিয়া সহজতর হলেও কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ, সিন্ডিকেট এখনো কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে
- সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি'র প্রবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ - তবে এখনো সব প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয়ে এর ব্যবহার হচ্ছে না; ই-জিপি'র ব্যবহার এখনো ক্রয়াদেশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ
- দুর্নীতি হ্রাস ও কাজের মানের ওপর ই-জিপি'র কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না
- ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে ম্যানুয়াল থেকে কারিগরি পর্যায়ে সরকারি ক্রয়ের উত্তরণ ঘটলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একাংশ দুর্নীতির নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে
- কার্যাদেশ বিক্রি, অবৈধ সাব-কন্ট্রাক্ট, কাজ ভাগাভাগির কারণে কাজের মানের ওপর কোনো ইতিবাচক প্রভাব নেই
- ই-জিপি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো কোনো কোনো কাজে ম্যানুয়াল পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল - ফলে ই-জিপি'র মূল উদ্দেশ্য (অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, নিরপেক্ষ মূল্যায়ন) অনেকখানি ব্যাহত হচ্ছে
- বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ ঘটলে ই-জিপি'র সুফল পুরোপুরি পাওয়া যাবে

সুপারিশ

১. ই-জিপি'কে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ ও সিন্ডিকেটের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করতে হবে; সেই লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও জনগুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে অবস্থিত ব্যক্তির রাষ্ট্রের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবসায়িক সম্পর্কের সুযোগ বন্ধ করতে হবে

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

২. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে করতে হবে

৩. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতে তৈরি করতে হবে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

৪. ই-জিপি পরিচালনার জন্য কাজের চাপ ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে জনবল বাড়াতে হবে

৫. ই-জিপি'র সাথে সম্পর্কিত সব অংশীজনকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে; নির্দিষ্ট সময় পর পর ঠিকাদার, ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে

সুপারিশ ...

ই-জিপি প্রক্রিয়া

৬. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে প্রাক-দরপত্র মিটিং নিশ্চিত করতে হবে

৭. ঠিকাদারদের একটি অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে যেখানে সকল ঠিকাদারের কাজের অভিজ্ঞতাসহ হালনাগাদ তথ্য থাকবে; কাজের ওপর ভিত্তি করে ঠিকাদারদের আলাদা শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে, যা সঠিক ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে

৮. সিপিটিইউ-এর পক্ষ থেকে একটি সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় দরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকতে হবে যা সব সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করবে

ই-জিপি ব্যবস্থাপনা

৯. সিপিটিইউ-এর পক্ষ থেকে ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি ই-জিপি'র অধীনে শুরু করতে হবে

সুপারিশ ...

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকরতা

১০. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী নিরীক্ষা করাতে হবে

১১. দরপত্র সংক্রান্ত সব তথ্য ও সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের জন্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে

১২. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি'র সাথে জড়িত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের আয় ও সম্পদের বিবরণী প্রতিবছর শেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে ও তা প্রকাশ করতে হবে

১৩. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে তদারকি করতে হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ থাকতে হবে (কমিউনিটি মনিটরিং)

ধন্যবাদ

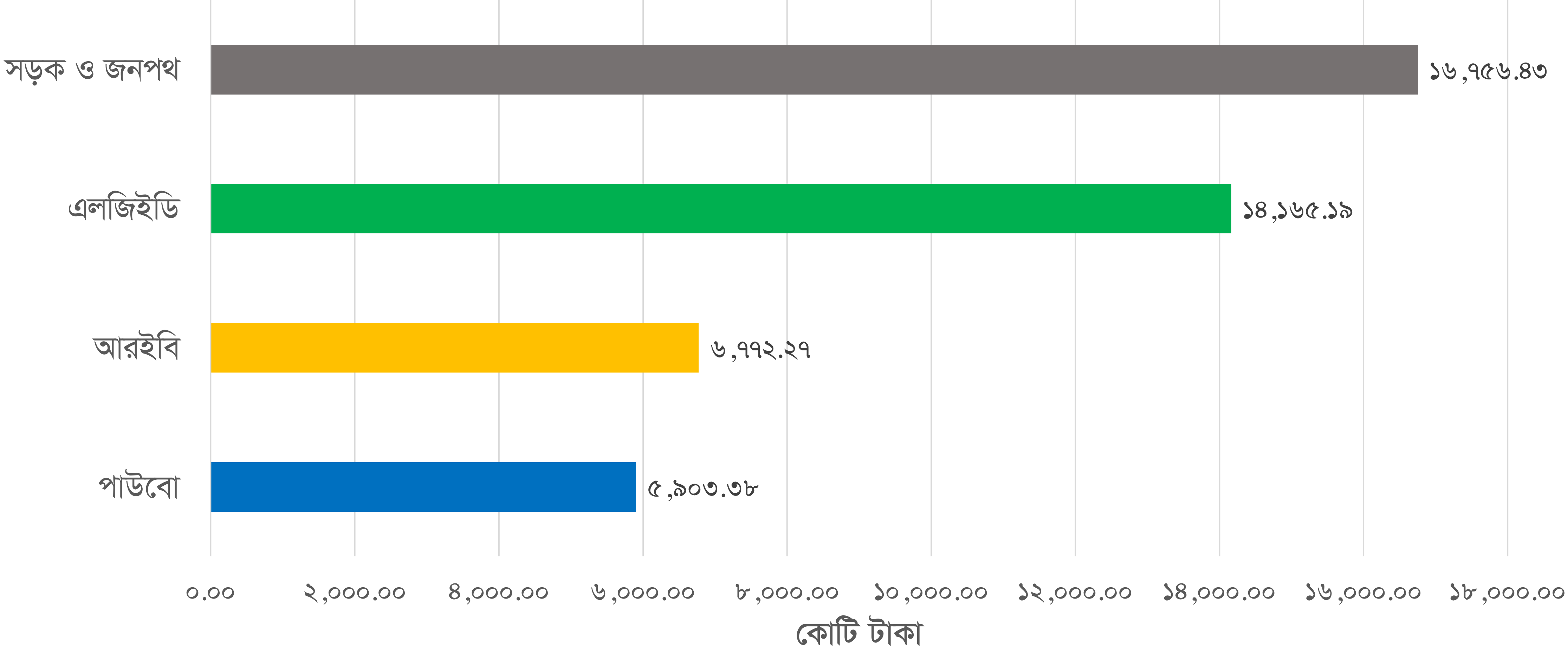গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চারটি প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ (কোটি টাকা)